যুগান্তর

তারিখ 20 MAR 2009
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

যুগান্তর

নাশকতার আশংকায় রাজধানীর স্কুলগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ছবিটি বৃহস্পতিবার সেগুনবাগিচা হাই স্কুলের সামনে থেকে তোলা

রাজধানীর ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোতে আতংক

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীর ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলোতে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। স্কুলগুলোতে হঠাৎ করে নিরাপত্তা গ্রহণের কারণে শিক্ষার্থী-শিক্ষক বিশেষ করে অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। যে কারণে বৃহস্পতিবার রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষার্থী উপস্থিতিও কিছুটা কমে যায়। বৃহস্পতিবার রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং অভিভাবকরা জানিয়েছেন, হঠাৎ করে তারা এভাবে বাড়তি নিরাপত্তা এবং নিরাপত্তাহীনতারও

স্কুল : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৬

স্কুল : ইংরেজি মাধ্যম

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না।

মঙ্গলবার ডিএমপি কমিশনার শহীদুল হকের সভাপতিত্বে রাজধানীর ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলোর প্রধান ও তার প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকেই স্কুলগুলোর নিরাপত্তা জোরদার করতে সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। পুলিশের ২ জন কর্মকর্তাকেও এর জন্য বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

রাজধানীর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর অন্যতম হচ্ছে— স্কলাস্টিকা, সানিডেল ইন্টারন্যাশনাল, ম্যাপললিফ, ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড স্কুল, অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল, একাডেমিয়া, সাউথ ব্রিজ, আর্ক ইন্টারন্যাশনাল, হলিচাইল্ড ইন্টারন্যাশনাল, রিভারভিউ ইন্টারন্যাশনাল ইত্যাদি।

বৃহস্পতিবার ইংরেজি মাধ্যমের বিভিন্ন স্কুল ঘুরে দেখা গেছে, অধিকাংশ স্কুলের সামনে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বাড়ানো হয়েছে নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থাও। অপরিচিত কাউকে স্কুল ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না। শিক্ষার্থীর বাইরে বয়স্ক কাউকে স্কুলে ঢুকতে দেহ তল্লাশিসহ নানা নিরাপত্তা প্রক্রিয়া পার হতে হয়েছে।

ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলোতে বরাবরই নিরাপত্তার কড়াকড়ি রয়েছে। তারপরও পুলিশ কমিশনারের বক্তব্যের পর বাড়তি নিরাপত্তা ছিল প্রায় সবখানে। ধানমণ্ডি, মোহাম্মদপুর, গুলশান, উত্তরা, বনানী এলাকায় অবস্থিত স্কুলের সামনে পুলিশের টহল ছিল জোরদার।

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর সঙ্গে বৃহস্পতিবার টেলিফোন এবং সরাসরি গিয়ে কথা বলার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে কথা বলতে রাজি হননি। এমনকি স্কুল ক্যাম্পাসে পর্যন্ত প্রবেশের ব্যাপারেও আপত্তি জানান। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও অন্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বিগত কয়েকদিন ধরে রাজধানীর প্রধানতম ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে অজ্ঞাত পরিচয়ধারীরা টেলিফোন করে এবং বেনামি চিঠির মাধ্যমে চাঁদা দাবি করছে। এমনি একটি স্কুলে ৪০ লাখ টাকা দাবি করেছে। টেলিফোনকারীরা বলেছে, বিডিআরের ঘটনায় তাদের লোকজন মারা গেছে এবং তাদের কিছু লোক আটক আছে। তাদের ছাড়িয়ে আনতে এখন বহু টাকার প্রয়োজন। চিঠি পাওয়ার পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা প্রদান করা না হলে স্কুলের শিক্ষার্থীদের সমস্যা হবে।